দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ ... APR. 4 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

257

গ্রাম বদলে যাচ্ছে দৃশ্যপট

প্রতিবেদক ঃ হাসান হাফিজ

আলোকচিত্র ঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ

গ্রামের নাম গোয়ালবাথান। গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানায় পড়েছে এ গ্রাম। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ডান দিকে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। নাম এ্যাডভেনটিস্ট ইউনিভার্সিটি এ্যান্ড সেমিনারি অব বাংলাদেশ। ১৯৭০ সালে মাত্র ৩০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে চালু করা হয়েছিল একটি স্কুল।

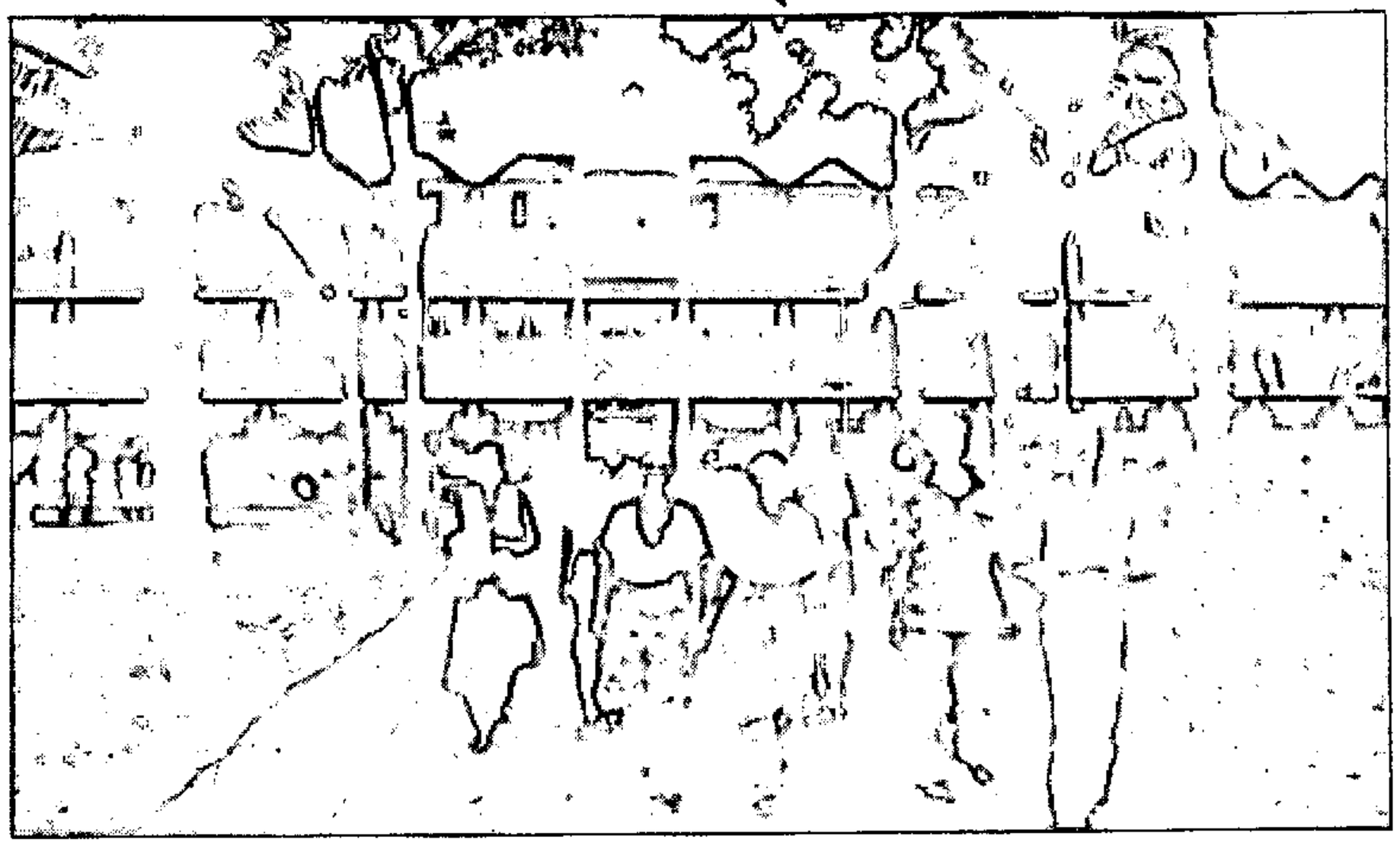

কালক্রমে ধাপে ধাপে উত্তরণ ঘটেছে এর। কলেজ থেকে পর্যায়ক্রমে এটি উন্নীত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে। এক সময় এই এলাকায় ছিল ঘনজঙ্গল ঝোপ-ঝাড়। বন কেটে বসতি করা হয়েছে। ধীরে ধীরে বদলে গেছে দৃশ্যপট। ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনই কেবল ঘটেনি, শিক্ষার আলোও ছড়িয়ে পড়েছে অনগ্রসর পশ্চাতপদ এই জনপদে। শিক্ষার সৌরভ শুধু গোয়ালবাথান গ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকেনি– ব্যতিক্রমী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব, সুনাম ও ক্রমঅগ্রগতির খবর পৌঁছে গিয়েছে, বহির্বিশ্বেও। এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে দ্য সেভেনথডে এ্যাডভেনটিস্ট ডিনোমিনেশন। সারা বিশ্বে মোট চার হাজার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সেমিনারি পরিচালনা করে এই সংস্থাটি। বাংলাদেশের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি তার মধ্যে একটি।

গোড়ার দিকে এ রকম একটা ধারণা চালু ছিল যে, যেহেতু খ্রীস্টান মিশনারিরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, সেজন্য এখানে ধর্মান্তরকরণ করে ফেলা হয় ছাত্রছাত্রীদের। পরে সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে উন্নত শিক্ষাদান পদ্ধতি, সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশ, ইংরেজী ভাষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, আবাসিক সুবিধা, তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষা-ব্যয় ইত্যাদি কারণে এ্যাডভেনটিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রী-অভিভাবকদের আগ্রহ, আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে।

ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য

কেজি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যালাভের সুযোগ আছে এখানে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা গরিব, তাদের অর্থোপার্জনেরও বন্দোবস্ত রয়েছে। যাঁরা পাস করে বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কাউকেই বেকার থাকতে হয়নি। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরেও কাজ করতে হয়। পোল্ট্রি, বাগান, পুকুর, অফিস ডিউটি, এমব্রয়ডারি, পার্শ্ববর্তী রফতানিমুখী চামড়া কারখানার নানা ধরনের কাজ। বিদেশী বৃত্তিরও ব্যবস্থা আছে। আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের খাবারের মেন্যুতে মাছ-মাংস অর্থাৎ আমিষের বালাই নেই। নিরামিষ

উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট বেলায়েত হোসেন।

ক্লাস রুম ছাড়াও কথাবার্তা বলতে হয় ইংরেজীতে। প্রত্যেক সেমিস্টারে ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ক্লাস বাধ্যতামূলক। ভিডিও টেপের সাহায্যে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় রোজ দু'বেলা– সকালে ও বিকালে।

শিক্ষা ব্যয় কি রকম?

এইউএসবি'র ক্যাম্পাস বিশাল। মোট জমির পরিমাণ ৬২ একর। এর মধ্যে আছে খামার, বাগান। ছেলেমেয়েদের আবাসিক হোস্টেল আলাদা আলাদা। বছরে দু'টি সেমিস্টার। সাড়ে পাঁচ মাসে এক সেমিস্টার। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এক সেমিস্টারের খরচ জনপ্রতি ২৩ হাজার টাকা। সিকিউরিটি ফী পাঁচ হাজার টাকা।

স্কুল পর্যায়ে এক সেমিস্টারের জন্য দিতে হয় ১৭ হাজার টাকা। খাবার, আবাসিক সুবিধা ও বেতন মিলিয়ে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়– মাত্র ছ'শ'। এর মধ্যে তিন শ' পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রছাত্রীদের ৯৫ শতাংশই আবাসিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ ৬টি

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ৯৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এইউএসবি সম্পর্কযুক্ত। এমনকি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ট্রান্সফার অনুমোদন করবে বলে কর্তৃপক্ষ জানালেন।

AUSB উপাচার্য (তাঁকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট) ডক্টর ডব্লিউ আর ডেনিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। সস্ত্রীক তিনি থাকেন ক্যাম্পাসে। ক্যালিফোর্নিয়ার লোক ডঃ উইনস্টন আর ডেনিস ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষক। বাংলাদেশে আছেন সাড়ে তিন বছর ধরে। জনকণ্ঠকে তিনি জানালেন, ১৯৯০ সাল থেকে তাঁরা স্নাতক ডিগ্রী দিচ্ছেন। ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত করা হয়। আগেকার নাম ছিল বাংলাদেশ এ্যাডভেনটিস্ট সেমিনারি এ্যান্ড কলেজ। এ প্রতিষ্ঠান থেকে এ পর্যন্ত স্নাতক হয়ে বেরিয়েছে এক শ' ছাত্রছাত্রী।

বিভাগগুলো হচ্ছে বিবিএ, বিএলএ (ব্যাচেলর ইন লিবারেল আর্টস), রিলিজিয়ন, বিএড, ইংলিশ, হেলথ এবং অফিস ম্যানেজমেন্ট। এসএসসি'র পর পড়ানো হয় দু'বছরের কোর্স। তারপর চার বছর পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে পাওয়া যায় স্নাতক ডিগ্রী। আপাতত মাস্টার্স নেই। তবে শীঘ্রই

কালিয়াকৈরের গ্রামে এ্যাডভেনটিস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাংশ

অজ্ঞতার আঁধারে সুশিক্ষার আলো—

এ্যাডভেনটিস্ট সেমিনারি ও

বিশ্ববিদ্যালয়

তিনি একজন নার্স। এইউএসবি'র নিজস্ব একটি ডেন্টাল ক্লিনিক রয়েছে ক্যাম্পাসে। তিনি সেটার সঙ্গে যুক্ত। হাসিখুশি মহিলা ক্যারল ডেনিস বললেন, বাংলাদেশ ভারি সুন্দর দেশ। এখানকার মানুষ খুবই বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁর পছন্দ বাংলাদেশের সব ধরনের ফল ও শাকসবজি। পোশাকের মধ্যে ভাল লাগে শাড়ি এবং সালোয়ার-কামিজ। জনকণ্ঠ'র পক্ষ থেকে আমি ও সহকর্মী ফটো সাংবাদিক আবদুল্লাহ আল মামুনের সংস্থান হয়ে যায়। মেয়েরা এমব্রয়ডারির কাজ করে। ওঁরাও উপজাতির সদস্য বিদ্যার্থী রমেশ এক্কার সঙ্গে কথা হলো। জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানা থেকে এসএসসি পাস করে এখানে এসেছেন রমেশ। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অফিস সহকারী হিসাবে কাজ করছেন। পড়ছেন বিবিএ। রমেশ জানান, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা লাভের পাশাপাশি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছি।

৬০ কিলোমিটার। বনাঞ্চল শোভিত উদার প্রকৃতির ছায়াশীতল পরিবেশে শান্তি ও স্নিগ্ধতার সহজাত অবস্থান। দূর গ্রামে অবস্থান হলেও এইউএসবি'তে রয়েছে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সুযোগ-সুবিধা। সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণীয় সম্পদ।

কম্পিউটার ল্যাব-এর পরিচালক প্রদীপ বালা জানালেন, ল্যাবে কম্পিউটার আছে ১৪টি। কাজ চলছে সার্ভার সিস্টেমে। আরও ১৫টি টার্মিনাল প্রয়োজন। অবশ্য আগামী দু'বছরের মধ্যে আরেকটি ল্যাব হওয়ার কথা। বিশ্ববিদ্যালয় অফিসে কম্পিউটারের সংখ্যা ১০। বিবিএ এবং ওএমজিটি (অফিস ম্যানেজমেন্ট) কোর্সে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। শীঘ্রই ইন্টারনেট কানেকশন হতে যাচ্ছে। বিশ্বের ২১০টি দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ সৃষ্টি হবে এতে।

লাইব্রেরিতে আছে প্রায় ৩২ হাজার বই। এর মধ্যে দর্শন ও ইতিহাসের বই-ই বেশি। লাইব্রেরির নাম গাপটিল লাইব্রেরি। সাবেক প্রেসিডেন্ট এসআর গাপটিলের নামে এই নামকরণ। গ্রন্থাগার ভবনটি একতলা। এটি দ্বিতল করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেল। ইংলিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ক্লাস হয় এখানে। সাবেক এ্যাটর্নি জেনারেল

আরও কিছু তথ্য

এইউএসবি হচ্ছে সেভেনথডে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চ পরিচালিত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে আছে এর কার্যক্রম। সেভেনথডে এ্যাডভেনটিস্ট চার্চের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসেছিল গত বছরের নবেম্বর মাসে। আট সদস্যের প্রতিনিধি দলটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাত করে ১৫ নবেম্বর। দলের নেতৃত্ব দেন এলডার ফলকেনবার্গ। বন্যাদুর্গতদের জন্য প্রতিনিধি দলটি কিছু ত্রাণ সাহায্য করে সে সময়।

এ্যাডভেনটিস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে– খ্রিস্টের পুনরাগমন এবং বিশ্বজগতের আশু সমাপ্তিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি। আর সেমিনারি শব্দের অর্থ হলো– শিক্ষাস্থান, শিক্ষালয়, রোমান ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষা কেন্দ্র। এ্যাডভেনটিস্ট ইউনিভার্সিটি এ্যান্ড সেমিনারি অব বাংলাদেশের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত বছরের শেষ দিকে। সমাবর্তনে ২১ গ্র্যাজুয়েট ও ২১ ইন্টারমিডিয়েট উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

এই বিদ্যাপীঠে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অভিভাবকদের সাক্ষাতের সময় রবিবার দুটো থেকে পাঁচটা। অফিসে সাক্ষাতকারের সময় সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল আটটা থেকে দুপুর বারোটা, দুপুর দুটো থেকে বিকাল পাঁচটা। শনি ও রবিবার বন্ধ।

শিক্ষাটাই গুরুত্বপূর্ণ, ধর্ম বা খাদ্য নয় ॥ ব্যারিস্টার রফিকুল হক

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক এ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার রফিকুল হক এইউএসবি'র একজন বিশিষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষী। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নানান কর্মকাণ্ডে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ক্যাম্পাসের অদূরে তাঁর নিজস্ব বাড়িও রয়েছে। সেখানে তাঁর স্ত্রী বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ফরিদা হক একটি ক্লিনিক চালান– স্থানীয় দুস্থ দরিদ্র জনসাধারণকে ফ্রী মেডিক্যাল সার্ভিস দেয় সে ক্লিনিক। হক দম্পতি প্রতি শুক্রবার ওখানে যান, সারা দিন কাটান। প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হক নিজেও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন–নাম বঙ্গবন্ধু কলেজ।

আলাপচারিতায় ব্যারিস্টার রফিকুল হক জনকণ্ঠকে জানালেন, এইউএসবি প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটাই বড় কথা, বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম, নিরামিষ খাবারের ব্যাপারটি মুখ্য নয়। এদের শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক ও আন্তর্জাতিকমানসম্পন্ন। ছাত্রছাত্রীদের যাপন করতে হয় অত্যন্ত সুশৃঙ্খল জীবন। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত পড়াশোনা ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমে ব্যস্ত থাকতে হয় ওদের। গরিব মানুষের ছেলেমেয়েরা এখানে সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশে লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে, সেটা কি কম কথা? সময়ে সময়ে ওরা বিভিন্ন রকমের আবেদন করে, আমি সাধ্যমতো সহায়তা করি।

তিনি বলেন, অন্যদিকে আমার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবন্ধু কলেজের সঙ্গে এইউএসবি'র তুলনা করলে দু'টি শিক্ষাঙ্গনের পার্থক্যটা বোঝা যায় খুব সহজে। বঙ্গবন্ধু কলেজের যা